# রাজধানীতে ভর্তি সমস্যা

রাজধানীতে ভর্তি সমস্যার ধারাবাহিকতা অব্যাহত রয়েছে। প্রতি বছরই জানুয়ারী মাসে এ সমস্যার শিকার হতে হয় অভিভাবকদের। সন্তান-সন্ততিদের একটি 'ভাল' স্কুলে ভর্তি করানোর জন্য ডিসেম্বর থেকেই অভিভাবকদের অবর্ণনীয় পেরেশানির মধ্যে পড়তে হয়। ভর্তির সুযোগ করায়ত্ত করার জন্য ছেলে-মেয়েদের কোচিং করাতে হয়। জানুয়ারী মাস এলেই শুরু হয়ে যায় তীব্র প্রতিযোগিতা। বিভিন্ন স্কুলে যাওয়া, ফরম সংগ্রহ করা এবং সবশেষে ছেলে-মেয়েদের ভর্তি পরীক্ষায় বসানোর কাজে তাদের উদ্বেগ উৎকণ্ঠার পাশাপাশি প্রাণান্ত হতে হয়। বিশেষভাবে লক্ষ্য করা গেছে কয়েকটি বেসরকারী স্কুল এবং সরকারী স্কুলগুলোতে ভর্তির এ প্রতিযোগিতা সীমাবদ্ধ থাকে। তুলনামূলকভাবে অধিক মেধাসম্পন্ন ছাত্র-ছাত্রী নেয়ার লক্ষ্যেই ভর্তি পরীক্ষা গ্রহণের ব্যবস্থা চালু হয়েছে। এর বাইরেও একটি ব্যবস্থা আছে যার মাধ্যমে ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি করা হয়ে থাকে। এই ব্যবস্থাটি হলো ডোনেশন ও তদ্বির। যাদের বিত্ত ও ক্ষমতা আছে তারা এ দু'য়ের মাধ্যমে তাদের ছেলে-মেয়েদের প্রত্যাশিত স্কুলে ভর্তি করিয়ে থাকেন। 'ভাল' বলে পরিচিত স্কুলগুলোতে আসনসংখ্যা যা, ভর্তি-ইচ্ছুক ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা তার শতগুণ বেশী। ফলে ৯৯ শতাংশ ছাত্র-ছাত্রীকে ব্যর্থ ও নিরাশ হতে হয়। প্রতি বছরের এই বাস্তবতাকে দুঃখজনক বললেও কম বলা হয়।

এবারও পরিস্থিতি পূর্ববৎ। প্রকাশিত খবরে জানা গেছে, নামী স্কুলগুলোতে ভর্তি পরীক্ষার ফরম বিক্রি ডিসেম্বরেই শেষ হয়ে গেছে। চলতি মাসের প্রথম সপ্তাহ থেকে তৃতীয় সপ্তাহ পর্যন্ত চলবে ভর্তি পরীক্ষা। এবার বিভিন্ন স্কুলে ভর্তি পরীক্ষার তারিখ আলাদা আলাদা হওয়ায় একেকজন অভিভাবক দুই বা ততোধিক স্কুলের ভর্তি ফরম সংগ্রহ করেছেন। এতে প্রায় প্রত্যেক অভিভাবকেরই পেরেশানির সঙ্গে সঙ্গে অর্থ ব্যয়ও বেড়েছে। এরপরও শেষ পর্যন্ত কি হয় তা নিয়ে তাদের উদ্বেগ উৎকণ্ঠার শেষ নেই। ভর্তির স্বাভাবিক প্রক্রিয়ার পাশাপাশি ডোনেশন প্রদান ও তদ্বিরের প্রতিযোগিতাও চলছে। যতদূর জানা গেছে, রাজধানীতে ৪ শতাধিক স্কুলের মধ্যে সরকারী-বেসরকারী মিলিয়ে ৩০/৩৫টি স্কুলে বড়জোর ভর্তি পরীক্ষার মাধ্যমে ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি করা হয়ে থাকে। বাদবাকী স্কুলগুলোতে ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয় না। এসব স্কুল অভিভাবকদের 'প্রথম পছন্দের' তালিকায় পড়ে না। এদের মধ্যে প্রায় ১শ স্কুল আছে যারা ছাত্র-স্বল্পতার শিকার। এই বৈপরীত্য নিয়ে প্রতি বছর আলোচনা হয় বিভিন্ন মহলে। পত্র-পত্রিকায় লেখালেখিও কম হয় না। কিন্তু অবস্থার কোনো পরিবর্তন ঘটছে না। এটা নিশ্চিতভাবেই বলা যায়, যদি রাজধানীর স্কুলগুলোতে শিক্ষার মান সন্তুষ্টিজনক হতো, ভর্তির এরূপ প্রতিযোগিতা দেখা দিতো না। এ কেমন কথা যে, কিছু স্কুলে ভর্তির জন্য বিপুল প্রতিযোগিতা হবে এবং কিছু স্কুল ছাত্র-স্বল্পতায় ভুগবে। এ তো খুবই স্বাভাবিক যে, একজন অভিভাবক তার ছেলে বা মেয়েকে ভাল স্কুলেই ভর্তি করাতে চাইবেন। যেসব স্কুলে শিক্ষার উপযুক্ত পরিবেশ নেই কিংবা শিক্ষাদানের বিষয়টি অবহেলিত এবং পরীক্ষার ফলাফল সন্তোষজনক নয় সেসব স্কুলে অভিভাবকরা কেন তাদের ছেলে-মেয়ে ভর্তি করাতে চাইবেন? আমরা আগেও বলেছি, রাজধানীতে ভর্তি সমস্যা অনভিপ্রেত। এ সমস্যার সমাধানে উপযুক্ত ব্যবস্থা কর্তৃপক্ষকে নিতে হবে। শিক্ষার সুযোগ নাগরিক অধিকারের অন্তর্ভুক্ত। অথচ আমাদের দেশে ন্যূনতম মানসম্পন্ন শিক্ষা লাভের সুযোগ থেকে অধিকাংশ ছাত্র-ছাত্রী বঞ্চিত হচ্ছে। এই বঞ্চনা ও ক্ষতির দায় সরকারকেই বহন করতে হবে। কারণ, রাজধানীসহ দেশের সকল স্কুলে মানসম্পন্ন শিক্ষাদান নিশ্চিত করার দায়িত্ব সরকারের। এই দায়িত্ব যে পালিত হচ্ছে না, রাজধানীতে ভর্তি সমস্যা তার একটি বড় প্রমাণ। সরকারী কি বেসরকারী সকল স্কুলের জন্যই বড় অংকের ব্যয় সরকারকে করতে হচ্ছে। কিন্তু স্কুলগুলোর লেখাপড়ার মান নিয়ে কারোরই যেন কোনো মাথাব্যথা নেই। ফলে বেশীর ভাগ ছাত্র-ছাত্রীই উপযুক্ত মেধা, জ্ঞান ও শিক্ষা নিয়ে বেরিয়ে আসতে পারছে না। এতে শিক্ষার্থীদেরই ক্ষতি হচ্ছে, জাতিরও অপরিমেয় ক্ষতির শিকার হতে হচ্ছে। এ ধরনের পরিস্থিতি বাঞ্ছিত ও গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। কাজেই রাজধানীসহ দেশের সকল স্কুলে উচ্চমানসম্পন্ন শিক্ষা নিশ্চিত করার পদক্ষেপ নিতে হবে। আমরা মনে করি, ভর্তি সমস্যা এবং ছাত্র-স্বল্পতার সমস্যা নিরসনেরও এটাই একমাত্র পথ।